হুমায়ুন আজাদের মুখোমুখি

বাংলাদেশও এখন চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত

...এখন যারা ধর্ষণ করে তারাও কাম চরিতার্থ করার জন্য ধর্ষণ করে না। ধর্ষণ এখন তাদের কাছে রাজনীতি। কাজেই এ-উপন্যাসে যে-যৌনতা রয়েছে, সেটি আছে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির প্রতীকরূপে।...। লাম্পট্য এখানে প্রাত্যহিক ব্যাপার, কিন্তু তা লিখলে চরম লম্পটও নিষ্কাম সাধু হয়ে উঠে নিন্দা করে। ভণ্ডামো আমাদের জাতীয় চরিত্র; কিন্তু আমি ভণ্ডামো করিনি।...

...বিকৃতি কাকে বলে? তথাকথিত সুস্থতা থেকে সত্যে উপনীত হওয়াকে? প্রতিটি মানুষের ভেতরেই নানা রকম বিকার রয়েছে, যদি তাকে বিকার বলি। তোমার ভেতরেও রয়েছে, আমার ভেতরেও রয়েছে। চারপাশে রাজনীতি করছে, তাদের মধ্যেও রয়েছে; সবচেয়ে সাধু ব্যক্তিটির ভেতরে ঢুকলেও দেখা যাবে বিকারের পাহাড়। আমি তো অন্য কারো মতো ঔপন্যাসিক নই, গার্হস্থ্য ঔপন্যাসিক নই; কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্যও আমি উপন্যাস লিখি না। টেলিভিশনের সিরিয়াল বানানোর জন্য উপন্যাস লিখি না। আমার উপন্যাস সত্যের উদ্‌ঘাটন।...

এই সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও উত্তাপিত একটি নাম হুমায়ুন আজাদ। মেধা আর প্রতিভার বিস্ময়কর সমন্বয়ে তিনি শিল্প-সাহিত্য ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক অপূর্ব ভাষ্যকার। সন্ত্রাসীদের বীভৎস আঘাতে আহত হয়ে বিদেশের চিকিৎসা শেষে তিনি সম্প্রতি ঢাকায় ফিরেছেন। অগণিত ভক্তের ভালোবাসায় প্রায়নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন তিনি। পাঠকদের জন্য ভোরের কাগজ সাময়িকীতে সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। আবারো দেশের ক্রান্তিকালে প্রথার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন বিভিন্ন বিষয়ে অভিনব অনেক কথা, অনেক যুক্তি, অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ড. হুমায়ুন আজাদ পুনর্বার খারিজ করে দিলেন প্রথাগত

অনেক বিবেচনা, যুক্ত করলেন নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবনা। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় দু পর্বে। প্রথম পর্বে ৩০ এপ্রিল ইন্টারনেট টেলিফোনির মাধ্যমে, ব্যাংককের বুমরুঙ্গ্রাদ হাসপাতাল থেকে। দ্বিতীয় পর্বে ঢাকায় আসার পর তাঁর ফুলার রোডের বাসভবনে ১১ মে ২০০৪ তারিখে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোহাম্মদ আলী

মোহাম্মদ আলীঃ অপারেশনের পরে এখন কেমন বোধ করছেন?
হুমায়ুন আজাদঃ অপারেশনের পরে তো ভালোই বোধ করছি।

ঃ আপনি তো সিএমএইচ-এ ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ওখানে ফিরবেন, না বাসায় ফিরবেন?
হুমায়ুন আজাদঃ সিএমএইচ-এর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছিলাম, সেখান থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তাঁদের ওখানে দাঁতের চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই। আমার পরিচিত দাঁতের চিকিৎসক দ্বারাই চিকিৎসা করাব এবং অবশ্যই সে-ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হবে।

ঃ তখন তাহলে কেন সিএমএইচ থেকে বলা হয়েছিল এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা ব্যবস্থা?

হুমায়ুন আজাদ ঃ বলা হয়েছিল? আমার মনে নেই, বাংলাদেশের যা সর্বোচ্চ পৃথিবীতে তা খুবই নিম্ন। আমি ভেবেছিলাম ওখানে দাঁতের চিকিৎসা করাব; কেননা বুমরুঙ্গ্রাদ হাসপাতালে দাঁত অস্থায়ীভাবে বাঁধাতে হলে চারমাস ও দশ-পনের লাখ টাকা লাগবে; স্থায়ীভাবে বাঁধাতে হলে একবছর ও ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা লাগবে। তাই সিএমএইচের সঙ্গে যোগাযোগ করি; তাঁরা বলেন, 'আমরাই অন্যখানে দাঁতের চিকিৎসা করাই।' আমি আমার ব্যক্তিগত দন্তচিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা পারবেন।

ঃ বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা ভেবে কত দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আপনার ধারণা এবং ক্লাস নেওয়া বা লেখালেখিতে ফিরে যেতে পারবেন কবে নাগাদ?

হুমায়ুন আজাদ ঃ লেখালেখিতে আমি ফিরে যাব কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই; তবে ক্লাস নিতে আমার সময় লাগবে। এ-বছর যে-কোর্স শুরু করেছিলাম, সে-কোর্সের দায়িত্ব নিশ্চয়ই কাউকে দেয়া হয়েছে, এবং তা শেষ হয়ে যাচ্ছে এপ্রিল মাসেই। আর আগামী

বছরের কোর্স শুরু হবে জুলাই মাসে, সেটিও আমি নিতে পারব কি না তাতে সন্দেহ হচ্ছে।

ঃ দেশে বিগত কয়েক দিনে পনের-বিশ হাজার লোককে গণগ্রেফতার করা হয়েছিল, জানেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ হ্যাঁ, কারাগার ভরে গেছে মানুষে, এটিএন বাংলায়, আই চ্যানেলে দেখেছি ও শুনেছি। অত্যন্ত পাশবিকভাবে মানুষকে পেটাচ্ছে এবং ধরে ধরে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, সমস্ত সংবাদই আমি পাচ্ছি, আর দেশের কথা ভেবে কষ্টে বুক ভরে উঠছে।

ঃ অস্থির সময় চলছে, অন্যান্য সময় যে পটপরিবর্তন হয়েছে তার পূর্বমুহূর্তগুলোর সঙ্গে বর্তমান সময়ের যে অস্থিরতা এর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আপনার চোখে ধরা পড়ে?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এখন যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, তা সম্ভবত আমার হত্যাকাণ্ড (আমি একে হত্যাকাণ্ডই বলি) থেকেই শুরু হয়েছে অনেকটা; সরকার অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, সরকার নিজেকে নষ্ট করছে। সরকার টিকে থাকার জন্য প্রাণপণে তার সমস্ত শক্তি, আসুরিক শক্তি ব্যবহার করছে, পুলিশদের ব্যবহার করছে দৈত্যের মতো। যখন জনগণ রাস্তায় মার খাচ্ছে, গ্রেফতার হচ্ছে, গাড়ি ভাঙছে, তখন সরকারের প্রিয় পুত্ররা ক্রিকেট খেলছে। এই ঘটনা তো দেখতেই পাচ্ছি। সরকারের খুবই সঙ্কটপূর্ণ সময় এখন, তারা সন্ত্রস্ত। তাদের জনপ্রিয়তা তো শূন্যতে নেমে গেছে। তাই তারা যেকোনো রকমের, যেকোনো বল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকতে চায়। যারা আন্দোলন করছে তাদের আরো সক্রিয়ভাবে, প্রবলভাবে আন্দোলন করা দরকার, সমস্ত জনসমষ্টি নিয়ে। বিএনপি মৌলবাদী রাজাকার আলবদরদের কবলে পড়েছে, এক সময় তারা ও আমরা মৌলবাদীদের দ্বারা পর্যুদস্ত হব। তাই মৌলবাদী রাজাকার আলবদরদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। মৌলবাদীদের আর জাতীয় রাজনীতির মধ্যে থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না।

ঃ সেটা কী এ ধরনের দল দিয়ে সম্ভব হবে? আওয়ামী লীগ কী সেটা পারবে? হুমায়ুন আজাদ ঃ এটা সম্ভব হতে পারে যদি বিরোধী সমস্ত দল এক সঙ্গে মেশে। বিএনপি যদি গণতন্ত্রের কথা বলে এবং গণতন্ত্রের ধারণায় বিশ্বাস করে তাহলে বিএনপিকেও মৌলবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। নইলে বিএনপি ক্রমশ একটি জামাত দলে পরিণত হবে। জামাতকে বিএনপি প্রভাবিত করতে পারছে না, বরং জামাতই এখন বিএনপিকে প্রভাবিত করছে এবং মন্ত্রীরা ও তাদের পুত্ররা টাকাপয়সা

করছে। এমনকি আমি শুনেছি রাষ্ট্রপতির পুত্রও নাকি একটি গ্যাস রি-ফিলিং স্টেশনের জন্য জায়গা নিয়েছে, এক নম্বরে তার স্থান।

ঃ আপনার এবারের জন্মদিন তো বাইরে পালিত হল। গতবারের আগেরবারও আপনি জন্মদিনে বাইরে ছিলেন। সেবারের সঙ্গে এ জন্মদিন পালনের কী পার্থক্য লক্ষ করলেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ জন্মদিন তো কখনো বাড়িতে আমি পালন করি না। নিউইয়র্কে পালন করেছিল আমার অনুরাগীরা। আর এ-বছর কয়েকজন উৎসাহী অনুরাগীর আগ্রহে পালন করা হল। এই বছরটা তো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আটান্ন বছরে পা দিলাম; আর বলা যায়, আমার দ্বিতীয় জীবনের প্রথম বছরে পা দিলাম। এটা আমার এক রকম দ্বিতীয় জন্মই বটে। আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, আর হয়তো পনের মিনিট দেরি হলে এ মুহূর্তে আর কথা বলতে পারতাম না। এ পৃথিবীর আলো, জ্যোৎস্না, ধুলোর মধ্যে আমি থাকতাম না। অন্তত পাঁচ দিনের মতো আমি মৃতই ছিলাম। কাজেই এ-বছরের জন্মদিবস এক অর্থে প্রথম জন্ম দিবস আর এক অর্থে আটান্নতম জন্মদিবস। এখন আমার মুখমণ্ডল বেঁকে গেছে। আমাকে আর আগের মতো দেখায় না। যদিও চিকিৎসকরা চেষ্টা করেছেন, হয়তো ছ-মাস বা এক বছরের মধ্যে আমি আমার আগের মুখমণ্ডল ফিরে পাব, কিন্তু সবটা পাওয়া যাবে না। আমার মুখে চাপাতির দাগ হয়তো অবিনশ্বর থেকে যাবে। **বাংলাদেশও এখন চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।**

ঃ আমরা যতদূর জানি, আপনি নিজে তো এমনিতেও কোনো আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করেন না, কিন্তু এই যে জন্মদিনের আনুষ্ঠানিকতা হল এতে কী নতুন কোনো বোধ বা অনুভূতির জন্ম নিল আপনার মধ্যে?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এটাকে আনুষ্ঠানিকতা বলা যাবে না। এখানে এ-মুহূর্তে আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। ঘরের মধ্যে একাই বসে আছি। আমার ছোট ভাই আছে। ওর সঙ্গে আমার খুব বেশি কথা হয় না। ও বাইরে বাইরে ঘোরে, তারপর ঘরে আসে। এখানেও আমার পরিচিত বাঙালি রয়েছেন এবং তারা চান একটু আনন্দ করতে আমার জন্মদিন উপলক্ষে। আমি নিজে খুব উচ্ছ্বসিত নই, তবে বারবার মনে হচ্ছে আমার তো এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কথা ছিল না।

ঃ আপনার সাহিত্যকর্মের দুটি দিক আছে একটি মৌলিক অপরটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক। কোনটিতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এ-প্রশ্নের উত্তর আমি আগে বারবার দিয়েছি। যা লিখেছি সবকিছুতেই

আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যখন কবিতা লিখি তখন ভালো লাগে। উপন্যাস লিখলেও। যখন প্রবন্ধ লিখেছি, গবেষণা করেছি, তখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি এখন অবশ্য ওগুলো, প্রবন্ধ আর গবেষণা, আমাকে আকর্ষণ করে না।

ঃ আপনার সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন হিসেবে 'বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়' শব্দটি বারবার এসেছে কোথা থেকে, কীভাবে?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এটা সম্ভবত আমার পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে বেরিয়েছে আমার নানা ধরনের লেখার সংকলনে। সেই বইটি প্রকাশ করতে এ-পদটি রচিত হয়। তারপরে এটি আমার অনুরাগীরা ব্যাপকভাবে বহুলভাবে ব্যবহার করেছে। তারা দেখতে পেয়েছে যে আমি তো বহুমাত্রিক বটে আর জ্যোতির্ময়। এ বছর তো সে জ্যোতি নিভে যাওয়ার কথা ছিল!

ঃ আপনার উপন্যাস যৌনতায় ভারাক্রান্ত এ অভিযোগ আপনি কীভাবে খণ্ডন করবেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এর উত্তরও আমি বারবার দিয়েছি। আর এটা অভিযোগ হবে কেন? এটা হওয়া উচিত প্রশংসা; কেননা অন্যরা যা করতে পারেননি তাঁদের মধ্যবিত্ততার জন্যে, থেকে গেছেন সীমাবদ্ধ, আমি তা অতিক্রম করেছি। যৌনতা জীবনের প্রধান ব্যাপার এবং যৌনতা ছাড়া আমাদের সৃষ্টি হত না। **যৌনতার জন্য পৃথিবী রয়েছে। পৃথিবীর সব মহৎ শিল্পকলা কামকে ধারণ করে; কামহীন শিল্পকলা ক্লীব শিল্পকলা। তবে এবারের উপন্যাসে যে যৌনতা, যেমন পাক সার জমিন সাদ বাদ–এ এটি নিতান্তই ধর্ষণমূলক যৌনতা। একে যৌনতা বলা ঠিক হবে না। এটা আমি ব্যবহার করেছি এক ধরনের অতিশয় পীড়নমূলক, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী, রাজনীতির একটি প্রতীক হিসেবে। এখন যারা ধর্ষণ করে তারাও কাম চরিতার্থ করার জন্য ধর্ষণ করে না। ধর্ষণ এখন তাদের কাছে রাজনীতি। কাজেই এ–উপন্যাসে যে–যৌনতা রয়েছে, সেটি আছে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির প্রতীকরূপে।** আমার আরো একটি উপন্যাস বেরিয়েছে যেটি শৈল্পিক দিক থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। সেটি হচ্ছে একটি খুনের স্বপ্ন। এ-উপন্যাসে জীবনের কিছু অংশ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কত যন্ত্রণা থাকতে পারে শারীরিক, মানসিক, যৌনযন্ত্রণা, এর শিল্পিত বিবরণ রয়েছে একটি খুনের স্বপ্ন-এ। বাঙালি মুসলমান কতটা অশ্লীলভাবে যৌনতাকাতর, কতটা কামুক, কতটা কামরুগ্‌ণ, তা আমি জানি। আমি তো শিশুসুলভ নিষ্পাপ জনপ্রিয় লেখক নই। আমি জীবনের সম্পূর্ণ রূপ সৌন্দর্য-কদর্য-অসৌন্দর্যের রূপ চিত্রণ করতে চাই। সেটা আমার কবিতায় রয়েছে, উপন্যাসে রয়েছে, প্রবন্ধে রয়েছে। **লাম্পট্য এখানে প্রাত্যহিক ব্যাপার, কিন্তু তা লিখলে**

চরম লম্পটও নিষ্কাম সাধু হয়ে উঠে নিন্দা করে। ভণ্ডামো আমাদের জাতীয় চরিত্র; কিন্তু আমি ভণ্ডামো করিনি।

ঃ পাক সার জমিন সাদ বাদ উপন্যাসের শেষের অংশটির বিষয়ে কিছু বলবেন?
হুমায়ুন আজাদ ঃ আমি এ-উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে অনেক ভেবেছি; একবার মনে হয়েছিল ভয়াবহভাবে এর সমাপ্তি করব। একবার ভেবেছি চরম হতাশা ও ব্যাপক ধ্বংসলীলার মধ্যে এর সমাপ্তি ঘটাই; কিন্তু ওই কথা ভেবে আমি দুঃখ পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি। সেজন্য আমি বেছে নিয়েছি মৌলবাদ ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির সমাপ্তি। সমাপ্তি ঘটিয়েছি প্রেম ও সবুজের মধ্যে লাল সূর্য ওঠার প্রতীকের মধ্যে। এখানে অত্যন্ত খণ্ডকালীন মৌলবাদী নায়কটি সে যে আবার মনুষ্যত্বে ফিরে এসেছে, প্রেম তার জন্যে মনুষ্যত্ব নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত পাপের জগৎ, অপরাধের জগৎ ত্যাগ করে সমুদ্রতীরে এসেছে, বিশালতার কাছে, ভোরবেলা যখন সবুজের মাঝখানে একটি লাল সূর্য উঠছে। এটি প্রতীকী উপস্থাপনা। এই যে লাল সূর্য-ওঠা, সবুজের মাঝখানে এটা প্রতীক ও রূপক, এ-উপন্যাস ভরেই কিন্তু নানা প্রতীক রয়েছে, নানা রূপক রয়েছে। সেগুলো বুঝতে হবে এবং যৌনতার যে বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও নানা রূপক এবং প্রতীক রয়েছে, সেগুলোও বুঝতে হবে। এগুলো কাম হিসেবে নয়, প্রতীক হিসেবে এসেছে, এগুলো মৌলবাদের প্রতীক।

ঃ আপনার কবিতা বা স্মৃতিচারণমূলক রচনায় সৌন্দর্যের, বিশালত্বের যেমন অপরূপ বর্ণনা থাকে, উপন্যাসে এসে প্রধান চরিত্রগুলোর বেশিরভাগ বিকৃত মানসই প্রধান হয়ে ওঠে, এটা কেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রেই বিকৃত মানস দেখানো হয়েছে? **বিকৃতি কাকে বলে? তথাকথিত সুস্থতা থেকে সত্যে উপনীত হওয়াকে? প্রতিটি মানুষের ভেতরেই নানা রকম বিকার রয়েছে, যদি তাকে বিকার বলি। তোমার ভেতরেও রয়েছে, আমার ভেতরেও রয়েছে। চারপাশে রাজনীতি করছে, তাদের মধ্যেও রয়েছে; সবচেয়ে সাধু ব্যক্তিটির ভেতরে ঢুকলেও দেখা যাবে বিকারের পাহাড়। আমি তো অন্য কারো মতো ঔপন্যাসিক নই, গার্হস্থ্য ঔপন্যাসিক নই; কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্যও আমি উপন্যাস লিখি না। টেলিভিশনের সিরিয়াল বানানোর জন্য উপন্যাস লিখি না। আমার উপন্যাস সত্যের উদ্‌ঘাটন।** মানুষের জীবনের দিকেই তাকালেই দেখা যাবে বিকার দ্বারা মানুষ কতটা আচ্ছন্ন, কতটা আবৃত। যে-সমাজ যতটা রুদ্ধ, যতটা বন্দি, যতটা মুক্তিহীন, সে-সমাজে বিকারের পরিমাণ তত বেশি। বাংলাদেশে ধর্ষণের কোনো সীমা নেই, খুনের কোনো সীমা নেই।

খুন করা, জবাই করা, ধর্ষণ করা, বাংলাদেশের প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্যালেস্টাইন, ইরাকে, আফগানিস্তানে প্রতিদিন এত খুন এবং ধর্ষণ হয় না। বিকারের দেশের মানুষের কাহিনী বিকারের কাহিনী হবেই; **তবে শুধু বিকারই আমি লিখিনি, নির্মলতার কাহিনীও আমি লিখেছি।**

ঃ 'মানুষের সব বিশ্বাসই অপবিশ্বাস' বাক্যটি আপনার, ব্যাখ্যা করবেন।
হুমায়ুন আজাদ ঃ যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যা প্রমাণ করা যায় না, তাতে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোনো বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বাস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।

ঃ মানুষের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলো যখন সাহিত্যে স্থান পায় তখন সমাজে এর কী প্রভাব পড়ে?

হুমায়ুন আজাদ ঃ মানুষের ভালো চরিত্র আঁকা হচ্ছে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম মানের নীতিমূলক উপন্যাসের কাজ। ওগুলো বিশেষ ধরনের সমাজ ও পরিবার গঠন করতে চায়। যেমন **ইংরেজিতে প্রথম যখন উপন্যাস লেখা হয়, তখন লেখক ও উপন্যাসের লক্ষ্যই ছিল নারীদের সতী নারীরূপে গড়ে তোলা। রিচার্ডসন বলেছেন, তিনি গল্পের ছলে নারীদের সতীত্ব শেখাচ্ছেন, তাঁর উপন্যাস হচ্ছে গল্পের চিনিতে ঢাকা নীতিকথা; এগুলোর ভেতর দিয়ে তিনি সতী নারী গড়তে চেয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে দেখা গেছে, সেই প্রথম থেকে, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি প্রভৃতিতে, খুব ভালো মানুষ, খুব সুখী পরিবার তৈরির চেষ্টা। কিন্তু ভালো মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি, সুখী পরিবার তৈরি হয়নি। মাদাম বোভারি বা আনা কারেনিনা বা বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল এমনকি শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ ভালো মানুষের কাহিনী নয়। বঙ্কিম লিখেছেন, বিষবৃক্ষের শেষে তিনি বিষবৃক্ষ শেষ করলেন, এতে ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলবে। কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলেনি।** দেখা যাচ্ছে পৃথিবীজুড়ে সেই উপন্যাসগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে যেগুলো গৃহ ভাঙার গল্প, যেগুলো কামের গল্প, প্রেম ও কামনার গল্প। ভালো মানুষ সাহিত্যের জন্য কোনো ভালো বিষয় নয়। নেতিবাচক দিক আঁকা ইতিবাচক দিক আঁকার থেকে অনেক বেশি মঙ্গলজনক, কেননা

তাতে ঘাটি স্পষ্ট করে দেখানো হয়, সুন্দর ব্যান্ডেজে বেঁধে রাখা হয় না। এমিল জোলা একথাই বারবার বলেছেন যে তাঁর প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের কাজ হচ্ছে সমাজের, মানুষের পচা ঘাগুলো ব্যান্ডেজ খুলে দেখানো, ও তার চিকিৎসা করা। তাই একটি আনোয়ারার থেকে গৃহদাহ অনেক উৎকৃষ্ট।

ঃ তাহলে আপনার উপন্যাসের মূল লক্ষ্য কী? বাস্তববোধ না শিল্পবোধ?

হুমায়ুন আজাদ ঃ আমি তথাকথিত বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক নই। বাস্তব খুবই জটিল ব্যাপার, তা আমরা অধিকাংশ মানুষই বুঝি না। অবিকল বাস্তবের উপস্থাপন করা আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য নয় তথাকথিত মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনাও। এখানে লোকজন বোঝে না বলে বড় কাহিনী রচনা করলেই মনে করে মহাকাব্যিক হল এটা ঠিক নয়। আর মহাকাব্যও আসলে খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। মহাকাব্যগুলোকে আমরা প্রাচীন বলে বেশি মূল্য দিয়ে থাকি, অত মূল্য মহাকাব্যের প্রাপ্য নয়। **আমার উপন্যাসে রয়েছে ব্যক্তিজীবনের সংকট, যন্ত্রণা, তার সৌন্দর্যবোধ, তার কামনাবাসনা, তার সুখ এবং বিষাদ এবং যন্ত্রণা। এগুলোই তো প্রধান হয়ে উঠেছে।** আনন্দও আছে আমার অনেক উপন্যাসে। যেমন নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধুর মধ্যে আনন্দের কোনো শেষ নেই। একটি বালকের ভেতর দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য রচনা করা উপন্যাস এটি। আমার উপন্যাসগুলো উপমহাদেশের তথাকথিত কাহিনীপ্রধান দূষণমূলক উপন্যাস নয়।

ঃ বিষবৃক্ষ ও চোখের বালি উপন্যাসের কোনো ভালো দিক নেই?

হুমায়ুন আজাদ ঃ বিষবৃক্ষ উপন্যাস হিসেবে ভালো, চমৎকার, বিশেষ করে এর ভাষাসৌন্দর্যের জন্যে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি গার্হস্থ্য, সুখী পরিবারের কাহিনী লিখতে চেয়েছিলেন। সেটি সম্ভব হয় নি। আদর্শ প্রচার করতে গিয়েও তিনি উপন্যাসটিকে নষ্ট করেছেন। তিনি সতী নারীর গুণ কীর্তন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নায়কেরা নষ্ট হয়েছে করাল রূপসী অসতীর ঝিলিকে। আবার চোখের বালি অসাধারণ উপন্যাস, প্রথম আধুনিক উপন্যাস; সেখানে দেখা যাবে গার্হস্থ্য জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়েছে। এ-উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ দুটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এতে উপন্যাসের মহিমা নষ্ট হয়ে গেছে। এটি বিশ্বের প্রধান উপন্যাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। শেষ দুটি পরিচ্ছেদের জন্য এ উপন্যাসের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে, আধুনিক চেতনাও ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঃ ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল উপন্যাসে আপনি লিখেছেন, 'এক নম্বর রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাই এক নম্বর হয়ে উঠেছিল, দেশটারে রাজাকারদের হাতে তুলে দিয়েছিল। রাজাকাররা তার নাম বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখবে।' একটু ব্যাখ্যা করবেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এটা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই না। এটা তোমরা যদি না বুঝে থাক তাহলে এটা ব্যাখ্যা করা পণ্ডশ্রমমাত্র।

ঃ 'বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন 'দেড় যুগ ধরে ডাকযোগে ও দূরালাপনিতে হুমকি উপভোগ করে আসছি যে খুন হয়ে যাব, লাশ পড়ে থাকবে পথে' প্রসঙ্গ ধরে বলছি, এরা কারা? তারা কখনো পরিচয় দিত?

হুমায়ুন আজাদ ঃ না, যারা হুমকি দেয়, তারা কখনো পরিচয় দেয় না। আমাকে হুমকি দিয়েছে অনেক আগে থেকেই। পরিচয় দেয় নি। এ বছর হুমকি না দিয়েই খুন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ঃ 'মৌলবাদীরাই আপনার খুনী' প্রমাণ ছাড়া কি এমন কথা বলা ঠিক?

হুমায়ুন আজাদ ঃ প্রমাণ করা যেত যদি আমি খুনীদের ধ'রে রাখতে পারতাম, বা রাষ্ট্র তাদের ধরত। প্রমাণটা পরোক্ষভাবে করতে হবে; তারাই এটি নিয়ে বেশি মেতে উঠেছিল, সংসদে, সংবাদপত্রে, বায়তুল মুকাররামে

ঃ আপনার আঘাতের পর বেঁচে ওঠার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে আপনি যে সৌন্দর্য উপভোগের কথা বলছেন, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অপার আনন্দের কথা বলছেন, তা কি আগামী দিনের সাহিত্যকর্মের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে?

হুমায়ুন আজাদ ঃ আগামী দিনগুলোতে আমি কী লিখব, তা জানি না। তবে প্রথম কাজ হবে আমার এই 'মৃত্যু'র বা 'নিহত হওয়া'র ঘটনা নিয়ে একটি বই লেখা। বইটির নামও ইতিমধ্যে আমি বলেই ফেলেছি ঃ মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে। আমি অবশ্যি আমার 'খুন হওয়া'র ঘটনা খুব ভালো করে জানি না; কেননা আমিই ছিলাম ঘটনা, দর্শক ছিলাম না; ঘটনা নিজেকে দেখে না। ওই দিন টিএসসি-র সামনে প্রায়-নিহত হবার পর আমি প্রায় চার/পাঁচ/ছয়দিন সম্ভবত নিজের সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি তখন ছিলাম না। যারা দেখেছে, যারা চারপাশে ছিল তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে কথা বলব। কেমন ছিলাম, আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল, জেনে নেব। আমাকে ঘিরে তারা কেমন বোধ করছিল, জানব। আমি অনেকেরই সাক্ষাৎকার নেব। বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে দেখব, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল যে সমস্ত দৃশ্য প্রচার করেছে, দৃশ্যগুলো আমি দেখব তাঁদের থেকে সিডি সংগ্রহ করে। কারণ আমি তো নিজের সম্পর্কে, প্রায়নিহত হবার পর কিছুই জানি না। তখন এই বিশ্ব সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি তো কোনো কষ্ট দুঃখ আনন্দ ইত্যাদির বাইরে ছিলাম। যদি মরে যেতাম, দুঃখ সুখ আনন্দের বাইরে থাকতাম; বেঁচে উঠে বুঝেছি আমি ছিলাম, আমি আছি, আমার বুকে আনন্দ

বইতে শুরু করে। আমার লেখার ওপর এর প্রভাব পড়বে, তবে কীভাবে পড়বে, তা আমি জানি না।

ঃ আপনি আহত হওয়ার পর যেসব সংঘবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে সেখানে আপনার রচনাকর্মের অনেক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে আপনার মানসকে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে এই মূল্যায়নে আপনাকে কতটুকু তারা বুঝতে পাচ্ছেন বলে আপনার মনে হয়?

হুমায়ুন আজাদ ঃ আমি তো দেখি নি, তবে আমি পরে শুনেছি আমাকে নিয়ে মহা-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ দিনগুলোর কথা ভাবলে আমার কাঁদতেও ইচ্ছে করে, যদিও আমি কাঁদি না। মানুষ কেন আমার জন্য এতটা আবেগবিহ্বল হল! আমি বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গে থাকি নি, সমালোচনাই বেশি করেছি বাঙালিকে আক্রমণ করেছি। কিন্তু তারা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল আমার জন্য এই ঘটনা আমি কিছুটা শুনেছি, দেশে গিয়ে পরে সবটা শুনব। কেন করল? সম্ভবত এই জন্য যে মানুষের মধ্যে বিবেক জেগে উঠেছিল, হয়তো তারা জেনেছে যে, অন্যসব পচনশীল হলেও একটি মানুষ আপোস করেনি। একটি মানুষ সত্যি কথা বলেছে এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে। এটার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, বিরোধী দলের নেত্রী, বিভিন্ন নেতা, এবং সারা দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, এমনকি যারা আমার নামও শোনে নি, তারাও নাকি সব শুনে বলেছে এই লোকটির বেঁচে থাকা দরকার। আমি তো নিজে দেখিনি আমাকে একজন বলেছিল 'আপনার মৃত্যুর পর কতটা শোকাতুর হয়েছিল বাংলাদেশ সেটা আপনি দেখে গেলেন'; কিন্তু আমি তো দেখি নি। ওই দৃশ্য আর হয়তো সৃষ্টি হবে না আমাকে ঘিরে, ওই আবেগ উদ্বেলতা এবং রক্ত দেওয়ার জন্য লাইন শত শত মানুষের সারি আমি কোথায় দেখব? আমার লেখা কে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমি পড়ি নি, গিয়ে প'ড়ে দেখব।

ঃ 'ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের আধুনিক উৎস মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি' এটি আপনার লেখা প্রবচন একটু ব্যাখ্যা করবেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ সে তো অনেক আগের কথা। গান্ধির ভণ্ডামোর কোনো সীমা ছিল না। সে বলেছে 'আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি বৌদ্ধ, আমি খ্রিস্টান' যে এমন কথাটি বলতে পারে তার মতো ভণ্ড আর কেউ হতে পারে না। যদি সে বলত 'আমি বৌদ্ধ নই, হিন্দু নই, খ্রিস্টান নই, মুসলমান নই, আমি মানুষ', তাহলে সে হত শ্রদ্ধেয়। **গান্ধি হিন্দু মৌলবাদকে উসকে দিয়েছিল, যার পরিণতি এখন দেখছে ভারত। গান্ধি এই মৌলবাদের সূচনা করে গেছে ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এ নিয়ে নানা দ্বন্দ্বও হয়েছে এবং আমাদের দেশে রাজনীতিবিদদের খুব বড় করে দেখা হয় রাজনীতিবিদরা**

রাজনীতি করে ক্ষমতার জন্য। কিন্তু সাধারণত তারা তুচ্ছ ও সামান্য মানুষ। গান্ধিকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে করি না। আমি রাজনীতিবিদদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে করি না। যাঁরা সৃষ্টিশীল কবি, ঔপন্যাসিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রভৃতি তাঁদেরকেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে করি, যাঁরা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নইলে এখন আমাদের দেশের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মানুষ খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা বা খালেদার পুত্র। এরা আমাদের দেশের এখন শ্রেষ্ঠ মানুষ তাই নাকি? রাজনীতিতে কখনো শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যান না।

ঃ কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা তথা বিশ্বের যেকোনো দেশ, কোনো জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে রাজনীতিবিদরা বিষয়টি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ অবদান রাজনীতিবিদদের নয়, জনগণের অবদান রয়েছে। রাজনীতিবিদরা গৌরবটুকু নিয়েছে, ক্ষমতা ভোগ করেছে। প্রাণ দিয়েছে জনগণ, সিংহাসনে বসেছে রাজনীতিবিদেরা, জেনারেলরা, তাদের উত্তরাধিকারীরা। তবে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কোনো-কোনো রাজনীতিবিদ উত্তাল করে তোলেন জনসমুদ্রকে, স্বাধীনতা আনেন, এবং ক্ষমতায় বসেন।

ঃ ইরাকের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

হুমায়ুন আজাদ ঃ একটি হিংস্র একনায়কের কবল থেকে ইরাক মুক্তি পেয়েছে, এতে আমি সুখী; তবে ইরাকিরা এই মুক্তিকে কাজে না লাগিয়ে অকাজে মেতে উঠেছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখন করতে পারছি না।

ঃ আপনি কোনো এক জায়গায় বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু দরকার ছিল বাংলা সাহিত্যের' একটু বিশ্লেষণ করবেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ বাঙালি মহত্ত্ব বুঝতে পারে না; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উৎকর্ষও বাঙালির পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় নি, এখনো বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু বিদেশীরা রবীন্দ্রনাথকে মূল্য দিয়েছে, নোবেল পুরস্কার দিয়েছে, সেইজন্য এখন বাঙালি তাঁকে অস্বীকার করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল প্রাইজ না পেতেন, তাহলে মুসলমানরা তাঁকে কবি বলে স্বীকারই করত না। নজরুলই হত তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ফলে বাংলা বিশ্বের কাছে সাহিত্য বলে গণ্য হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের স্থানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কলকাতা থেকে রেলগাড়ি ভাড়া করে যারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে

গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো বিনয়ী মানুষও তাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন নি। তারপরেও তিনি বলেছেন 'আমি যদি কোনো কিছু অর্জন করে থাকি, যদি কোনো মূল্য পেয়ে থাকি সেটা এই স্বদেশের কাছে নয়, এটা বিদেশী সাহিত্য-কাব্য রসিকদের কাছে।' কী গভীর দুঃখ থেকে যে তিনি একথা বলেছিলেন!

ঃ 'বাঙালি একটি রুগ্‌ণ জনগোষ্ঠী' এটি আপনার লেখা একটি প্রবন্ধের শিরোনাম এ সম্পর্কে বলবেন?

হুমায়ুন আজাদ ঃ বাঙালি সম্পর্কে লেখাটিতে আমি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছি, সেটার তুমি একটাও খণ্ডন করতে পারবে না। বিদেশে যাও, নিউইয়র্কে যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও যেখানেই যাও বাঙালি নিন্দুক, বাঙালি পরশ্রীকাতর, বাঙালি নিম্নমানের ওখানে যেগুলো বিষয় ব্যাখ্যা করেছি সবকিছু মিলে যাবে। সব জাতিরই একটি নিজস্বতা বলে জিনিস রয়েছে, বাঙালির নেই। জাপানি বলতে একটি ব্যাপার বুঝি বা চীনা বলতে একটি ব্যাপার বুঝি এবং থাই-দের দেখেও একটা জিনিস বুঝি। **বাঙালির ভাব দেখেই মনে হয় সে মহাপুরুষ, আর একটা ক্ষতিকর ভাবনা নিয়ে বা অন্যের অপকার করার ভাবনা নিয়ে তার দিন শুরু হয় এবং শেষ হয়। বাঙালি কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকা ধার নিয়ে পরিশোধ করে না, অত্যন্ত কামুক যদিও তার কাম চরিতার্থ হয় না, অন্যের দিকে তার চোখ কান পড়ে থাকে চোখ পড়ে থাকে ইত্যাদি। এরা ধার্মিক এবং অসৎ; এখন বাঙালি খুব ঘুষ খায়, আর খুবই নামাজ পড়ে, হজ করে।**

ঃ 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয়। আপনার কাছে কবিতাটি শিল্পমূল্যে না বাস্তববোধ গুরুত্বপূর্ণ?

হুমায়ুন আজাদ ঃ এই কবিতাটি ছন্দোবদ্ধ, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপক-এ খচিত। বক্তব্য তো রয়েছেই। এ সময়ের এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, গত তিরিশ বছরে।

ঃ 'গরিবরা সাধারণত সুন্দর হয় না, শুধু তারা যখন রুখে ওঠে তখনই তাদের সুন্দর দেখায়' এ কবিতায় সৌন্দর্য না রাজনৈতিক পরিভাষা গুরুত্বপূর্ণ?
হুমায়ুন আজাদ ঃ প্রথমে বলব এটি একটি কবিতা, এবং কবিতা, এবং অসাধারণ কবিতা। কবিতাটি লেখা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, গরিবদের কদর্যতাগুলো বাছাই করে অতিশায়িত করা হয়েছে, চমকপ্রদ গভীর উপমা চিত্রকল্প রচনা করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে একটি কদর্যতার জলবায়ু; এবং শেষ পংক্তিতে এসে চমকপ্রদভাবে

কবিতাটির মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; কবিতাটি তীব্র ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ঃ এই সংকটকালে দেশবাসীর কাছে আপনার কী প্রত্যাশা?

হুমায়ুন আজাদ ঃ দেশবাসী আমার জন্য যে-আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি তখনো কোনো প্রত্যাশা করিনি, প্রত্যাশার প্রয়োজনও হয়নি। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, এবং আবার যদি ওমন পরিস্থিতি হয় তাহলে আবারো দেশবাসী উদ্বেলিত হবে। এটা আমি মনে মনে ভাবি। কিন্তু তখনো যেমন প্রত্যাশার দরকার হয়নি, আবার যদি ওমন পরিস্থিতি ঘটে প্রত্যাশা ছাড়াই তারা উদ্বেলিত হবে।
একজন কবি, ঔপন্যাসিক, লেখকের জন্য দেশবাসী এই প্রথম উদ্বেলিত হয়েছিল। আমি আশা করব, আমাকে খুনের মতো ঘটনা আর ঘটবে না। দেশবাসী আমাকে ভালোবেসেছে, আমি তাদের ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি; সম্ভব হলে তাদের সবাইকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতাম।

ঃ এতক্ষণ ধরে কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
হুমায়ুন আজাদ ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ।

হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ব্যাংককে চিকিৎসার পর অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ দেশে ফিরে এলে গতকাল বৃহস্পতিবার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ তাকে দেখতে যান।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের বাসভবনে নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি *অধ্যাপক কবীর চৌধুরী*, *কবি শামসুর রাহমান*, *অধ্যাপক অজয় রায়*, লেখক সাংবাদিক *শাহরিয়ার কবির*, শিল্পী *হাশেম খান*, স্থপতি *রবিউল হুসেইন* প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থানে অনড় থাকার জন্য

নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ হুমায়ুন আজাদকে অভিনন্দন জানান। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মৌলবাদীদের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে নির্মূল কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে এ সময় অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে অবহিত করা হয়।

উৎস : ভোরের কাগজ; ডঃ অজয় রায়, মুক্ত-মনা ফোরাম।